॥ শ্রীমদ্ভগবদগীতা শুদ্ধ উচ্চারণ মার্গদর্শিকা - স্তর 2 ॥

বর্ণমালা এবং তাদের উচ্চারণ -

- সংস্কৃত ভাষায় বর্ণমালার উচ্চারণ অত্যন্ত সচেতনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেকোনো বর্ণমালার উচ্চারণের জন্য মুখের নির্দিষ্ট অবস্থান ব্যবহার করা হয়। যেমন ওষ্ঠ, কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা ইত্যাদি যে জায়গা থেকে বর্ণ উচ্চারিত হয় বর্ণও একই স্থানের নামে পরিচিত হয়। যেমন 'ক' বর্গের প্রতিটি বর্ণ কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় তাই এগুলিকে "কণ্ঠ" বর্ণ বলা হয়। এই অক্ষর এবং তাদের অবস্থান নিম্নলিখিত চিত্রে দেওয়া হয়েছে।
- 'স্' 'শ্' এবং 'ষ' যথাক্রমে 'দন্ত্য', 'তালব্য' এবং 'মূর্ধন্য' বর্ণ। একই শ্রেণীর বর্গের বর্ণগুলি যেভাবে উচ্চারণ হয় এইগুলিরও সেভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

 # মনে রাখবেন প্রতিটি বর্ণের একটি স্থান আছে, শুধুমাত্র সেই স্থান ব্যবহার করেই তাদের উচ্চারণ করা সঠিক।

- অকুহ বিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠ

  কণ্ঠ- অ, আ, ক্ বর্গ, হ, বিসর্গ(:)

  ইচুয়শানাং তালু

  তালু - ই, ঈ, চ্-বর্গ, য়্, শ্
- ঋটুষাণাং মূর্ধা

  মূর্ধা - ঋ, ৠ, ট -বর্গ, র্, ষ্
- ৯তুলসানঙ দন্ত্যাঃ

  দন্ত্য – ৯, ত্-বর্গ, ল্, স্
- উপূপধ্মানীয়ানামোষ্ঠৌ

  ওষ্ঠ– উ ,ঊ ,প্ বর্গ, উপধ্মানীয় প*, ফ*
- এদৈতো: কণ্ঠতালু

  কণ্ঠ -তালু – এ ,ঐ
- ওদৌতোঃ কণ্ঠৌষ্ঠম্

  কণ্ঠ-ওষ্ঠ - ও, ঔ
- ঞমঙণনানাং নাসিকা চ

  মুখ-নাসিকা- ঙ্,ঞ, ন্ , ণ্, ম্
- বকারস্য দন্তৌষ্ঠম্

  দন্ত-ওষ্ঠ- ব্
- জিহ্বামুলীয়স্য জিহ্বা মূলম্

  জিহ্বামূল- জিহ্বামূলীয় ক, খ
- নাসিকাঽনুস্বারস্য

  নাসিকা- অনুস্বার(ং)

গীতা পরিবারের সাহিত্যের অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম উপযোগ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।

অবগ্রহ -

- অবগ্রহ 'ঽ' একটি চিহ্ন যা লুপ্ত অ নির্দেশ করে। এর কোনো স্বাধীন উচ্চারণ নেই। সাধারণ ভাবে স্বরবর্ণ ' এ', ' ও' বা 'আ' এই স্বরের পরে আসে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ব্যবহৃত ছন্দ- -

- সংস্কৃতে অনেক ধরনের ছন্দ আছে, তবে, শ্রীমদ্ভগবদগীতায় মাত্র দুই ধরনের ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 1) অনুষ্টুপ্ 2) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। অনুষ্টুপে মোট 32টি অক্ষর রয়েছে, যার প্রতিটি চরণে ৪টি অক্ষর রয়েছে। ত্রিষ্টুপ-এ মোট 44টি অক্ষর রয়েছে, যার প্রতিটি চরণে 11টি অক্ষর রয়েছে। এই ৪ এবং 11 টি অক্ষরের পর প্রতিটি চরণে থেমে যাওয়াকেই ছন্দ শাস্ত্রে 'য়তি' বলে।

  # মনে রাখবেন যে পুরো গীতায়, পাঁচটি স্থানে ব্যতিক্রম রয়েছে (11/1, 2/6, 2/29, 8/10, 15/3) এদের মধ্যে কোন চরণে স্থিত অক্ষরগুলির মধ্যে এক অক্ষর কম বা বেশি পাওয়া যায়।

হল্ সকার (স্) দিয়ে শুরু হওয়া শব্দের উচ্চারণের নিয়ম--

- যদি কোনো শব্দ 'স্' দিয়ে শুরু হয় (স্বর সহ), তাহলে মনে রাখবেন এর আগে কোনো অন্য স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা যাবে না। প্রায়ই 'স্থান' এর পরিবর্তে লোকেরা 'ইস্থান ' বলে যা সঠিক নয়।

আঘাতের নিয়মের প্রকারভেদ

- দ' আর 'য়' মিলে 'দ্য' আর 'দ', 'ধ' আর 'য়' যুক্ত হলে 'দ্ধ্য' হয়। প্রথম উদাহরণে দুই ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল, দ্বিতীয় উদাহরণে তিনটি। উভয় সংযোগকেই যুক্তাক্ষর বলা হয়।
- আঘাতের নিয়মে আমরা যুক্তাক্ষরের প্রথম বর্ণকে দ্বিত্ব করে পড়ি। এই দ্বিত্ব প্রক্রিয়ায় দ্বিত্ব করার পর যদি বর্ণটি বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ হয়, তবে দ্বিত্ব বর্ণটি বর্গের প্রথম বর্ণে রূপান্তরিত হয়। একই ভাবে, যদি বর্ণটি বর্গের চতুর্থ বর্ণ হয়, তবে দ্বিত্ব বর্ণটি বর্গের তৃতীয় বর্ণে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু যদি বর্ণটি বর্গের প্রথম বা তৃতীয় বর্ণ হয়, তবে দ্বিত্ব বর্ণটির কোনো রূপান্তর হয় না। একই বর্ণ দুবার বলা হয়। যেমন –
- ➢ অক্ষর=অ ক্ ষর > অ ক্ ক্ ষর = অক্ক্ষর

➢ ব্যাখ্যা= ব্যা খ্ য়া > ব্যা খ্ খ্ য়া > ব্যা ক্ খ্ য়া=ব্যাক্খ্যা

➢ বিদ্ধি= বি দ্ ধি > বি দ্ দ্ ধি = বিদ্দ্ধি

➢ য়ুদ্ধ্যতি= য়ু ধ্ য়তি > য়ু ধ্ ধ্ য়তি > য়ু দ্ ধ্ য়তি = য়ুদ্ধ্যতি

- কিছু জায়গায় যুক্তাক্ষর হওয়ার পরেও ব্যতিক্রম হওয়ার কারণে আঘাত দেওয়া হয় না, যেমন একই বর্ণ দুবার উচ্চারণ হওয়া, তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্তি, রেফ (উপর) বা হ- কার ইত্যাদি যুক্ত হওয়ার কারণে। এমন জায়গায় যেখানে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই, সেখানে আঘাত ছাড়াই অনুশীলন করতে হবে।

  # মনে রাখবেন যে যুক্তাক্ষরের প্রথম বর্ণটি যদি বর্গের প্রথম চারটি বর্ণ ব্যতীত হয়, তবে তবে প্রথম বর্ণই দ্বিত্ব হয়।

গীতা পরিবারের সাহিত্যের অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম উপযোগ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।

সন্ধি নিয়ম

দুটি বর্ণ একত্রিত হয়ে সন্ধি হয়। যদি একত্রে দুই স্বরবর্ণ থাকে তাহলে তাকে স্বরসন্ধি ও কোন একটা যদি ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তাহলে ব্যঞ্জন সন্ধি হয়। অনুস্বারের স্থানে পরিবর্তন এলে হলে অনুস্বর সন্ধি এবং বিসর্গের স্থানে পরিবর্তন হলে বিসর্গ সন্ধি হয়। সন্ধি হওয়ায় বর্ণের কোনো একটির বা সময়বিশেষে দুটিরই পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তন কি বা কিভাবে হয় তা বিস্তারিত ভাবে জানানো হলো।

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ সন্ধি বিসর্গের পূর্বে অথবা পশ্চাতে বিদ্যমান বর্ণের আধারে হয় অতএব বিসর্গের সম্বন্ধে যে কোন পরিবর্তন তার পূর্ববর্তী বর্ণের একটা মহত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে ।

1. যদি বিসর্গের পূর্ব বর্ণ অ এবং পরবর্তী বর্ণ অ থাকে অথবা যেকোনো মৃদু বর্ণ (গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ ধ ব ভ য় র ল ব হ সব অনুনাসিক) থাকে তাহলে বিসর্গ এবং তার পূর্ব বর্ণের পরিবর্তিত হয়ে ওই দুটো স্থানে ও হয়ে যায়
   # মনে রাখবেন বিসর্গের পরবর্তী বর্ণ অ থাকে এবং বিসর্গের পূর্ববর্তী বর্ণ অকারে স্থানে ওকার করার পরে ঐ উত্তরবর্তী অ এর অবগ্রহ (ঽ) পরিবর্তিত হয় । অর্থাৎ সেই বর্ণটি লুপ্ত হয়ে যায় আর সেই স্থানে অবগ্রহ হয়ে যায়।

পূর্ব বর্ণ	বিসর্গ	উত্তরবর্ণ	বিসর্গের পরিবর্তিত রূপ	উদাহরণ
অ	:	অ /মৃদু ব্যঞ্জন	ও/ওঽ	**দর্পঃ+অভিমানশ্চ = দর্পোঽভিমানশ্চ** (16/4) **চেৎসুদূরাচারঃ+ভজতে =চেৎসুদূরাচারো ভজতে** (9/30)

2. যদি বিসর্গের পূর্বে অ স্বর থাকে এবং পরে অকার ব্যতীত যে কোন স্বর তাহলে বিসর্গের লোপ হয়ে যায়.

 # মনে রাখবেন যে যদি পূর্ব শব্দ যদি অব্যয় হয়, এই নিয়ম লাগু হবে না। অব্যয়ের জন্য পঞ্চম নিয়ম দেখুন।

পূর্ব বর্ণ	বিসর্গ	উত্তরবর্ণ	বিসর্গের পরিবর্তিত রূপ	উদাহরণ
অ	:	অকার ভিন্ন স্বর	লোপ	**মনঃ +আধৎস্ব=মন আধৎস্ব** (12/8)

3. যদি বিসর্গের পূর্বে আ স্বর থাকে এবং পরে যে কোন স্বর অথবা মৃদু ব্যঞ্জন থাকে তাহলে বিসর্গ লোপ হয়ে যায় (কিছু পরম্পরা অনুসার এই নিয়ম দ্বারা স্বরের লোপ যদি যতির জায়গায় হয় তাহলে তার উচ্চারণ করা যায়)
   #মনে রাখবেন উপরে নির্দিষ্ট যে দুটি নিয়ম রয়েছে বিসর্গের লোপের পরে অবশিষ্ট স্বরের কোন সন্ধি হয়না

পূর্ব বর্ণ	বিসর্গ	উত্তরবর্ণ	বিসর্গের পরিবর্তিত রূপ	উদাহরণ
আ	:	যে কোন স্বর /মৃদু ব্যঞ্জন	লোপ	**মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ+আসুরম্ = মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরম্** (7/15)

গীতা পরিবারের সাহিত্যের অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম উপযোগ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।

4. যদি বিসর্গের পূর্বে অ এবং আ ব্যতীত স্বর থাকে এবং পরে যে কোন স্বর থাকে অথবা যে কোন মৃদু ব্যঞ্জন থাকে তো বিসর্গ র্ তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইভাবে যে র্ আসে তার পরবর্তী স্বরে মিলে যায় আর যদি ব্যঞ্জন থাকে তো ব্যঞ্জন এর উপরে রেফের মাত্রা দেখা যায় ।

পূর্ব বর্ণ	বিসর্গ	উত্তরবর্ণ	বিসর্গের পরিবর্তিত রূপ	উদাহরণ
'অ /আ ব্যতিরিক্ত স্বর	:	যে কোন স্বর /মৃদু ব্যঞ্জন	র্	**দুঃ + নিরীক্ষম্ = দুর্নিরীক্ষম্** (11/17)

5. অব্যয় এর মধ্যে স্থিত বিসর্গের আগে যে কোন স্বর হোক অথবা পরে যে কোনো স্বর অথবা রেফ ভিন্ন মৃদু বর্ণ হোক বিসর্গ র্ তে পরিবর্তিত হয়ে যায়

পূর্ব বর্ণ	বিসর্গ	উত্তরবর্ণ	বিসর্গের পরিবর্তিত রূপ	উদাহরণ
যে কোন স্বর	:	যে কোন স্বর /মৃদু ব্যঞ্জন	র্	**পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম** (8/16)

6. বিসর্গ এর আগে কোন স্বর আর পরে চ্ এবং ছ্ বর্ণ যদি থাকে তাহলে বিসর্গ শ্ এর মধ্যে পরিবর্তিত হবে 'ট্ এবং ঠ বর্ণ যদি থাকে তাহলে বিসর্গ ষ এর মধ্যে পরিবর্তিত হবে 'ত এবং থ্ বর্ণ যদি থাকে তাহলে বিসর্গ স্ এর মধ্যে পরিবর্তিত হবে '

পূর্ব বর্ণ	বিসর্গ	উত্তরবর্ণ	বিসর্গের পরিবর্তিত রূপ	উদাহরণ
যে কোন স্বর	:	চ্ /ছ্	শ্	**য়োগিনঃ + চৈনম্ =য়োগিনশ্চৈনম্** (15/11)
		ট্ /ঠ্	ষ্	**ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার**
		ত্ /থ্	স্	**হন্যুঃ + তন্মে=হন্যুস্তন্মে** (1/46)

7. যদি বিসর্গের পরে ক্ অথবা খ্ এই বর্ণ আসে , তাহলে ঐ বিসর্গের উচ্চারণ একটু খ্ এর মত করতে হবে।

 # বিশেষ: উচ্চারণ খ্ এর মতো করবেন খ নয় ।

পূর্ব বর্ণ	বিসর্গ	উত্তরবর্ণ	বিসর্গের পরিবর্তিত রূপ	উদাহরণ
যে কোন স্বর	:	ক্ /খ্	খ্ এর ধ্বনি	**মৈত্রঃ + করুণ - মৈত্রঃ (খ্) করুণ** (12/13)

8. যদি বিসর্গের পরে প্ অথবা ফ্ এই বর্ণ আসে , তাহলে ঐ বিসর্গের উচ্চারণ একটু ফ্ এর মত করতে হবে।

 # বিশেষ: উচ্চারণ ফ্ এর মতো করবেন ফ নয় ।

পূর্ব বর্ণ	বিসর্গ	উত্তরবর্ণ	বিসর্গের পরিবর্তিত রূপ	উদাহরণ
যে কোন স্বর	:	প্ /ফ্	ফ্ এর ধ্বনি	**ততঃ + পদম্ = ততঃ (ফ্) পদম্** (15/4)

|| ইতি ||

গীতা পরিবারের সাহিত্যের অন্য কোনো জায়গায় কোনো রকম উপযোগ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়া অত্যাবশ্যক।